মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৪৫৩

পর্ব-২২: পোশাক-পরিচ্ছদ (كتاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - চুল আঁচড়ানো

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيَصْفِرُّ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِك. رَوَاهُ النَّسَائِيّ

বাংলা

৪৪৫৩-[৩৫] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ার্স ঘাস ও যা’ফরান দ্বারা নিজের দাড়িকে হলুদ রঙে রঞ্জিত করতেন। ইবনু ’উমার -ও অনুরূপ করতেন। (নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : নাসায়ী ৫২৪৪, আবূ দাঊদ ৪২১০, শু‘আবুল ঈমান ৬৪০২, আল জামি‘উস্ সগীর ৯৯৪১, সহীহুল জামি‘ ৫০১০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৮০, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৯৩৬০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ (السِّبْتِيَّةَ) হলো ঐ চামড়া যা পাকানোর সময় লোম তুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশম তুলে ফেলা চামড়ার স্যান্ডেল ব্যবহার করতেন।

(بِالْوَرْسِ) ‘ওয়ার্স’ হচ্ছে একটি হলুদ রঞ্জক উদ্ভিদ। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাড়িতে খিযাব লাগাতেন। ইবনু ‘উমার আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, ‘‘আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হলুদ রং দ্বারা খিযাব করতে দেখেছি।

অপরদিকে আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খিযাব ব্যবহার করেননি। উভয় বর্ণনার বাহ্যিক বিরোধ সমাধান করতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেনঃ আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় খিযাব ব্যবহার নাকচ করাটি অধিকাংশ দাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে হয়ত তিনি বলেছেন। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি অল্প কয়েকটি দাড়ি বা চুল সাদা হয়েছিল। তাই তাতে খিযাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই গুটি কয়েক সাদা চুলে তিনি খিযাব ব্যবহার করলে সেটার কথাই ইবনু ‘উমার বলেছেন। আবার অধিকাংশ চুল যা কালো ছিল সেগুলোতে খিযাব লাগাননি বিধায় আনাস তা নাকচ করেছেন। ইবনু ‘উমার এবং আবূ রামসাহ্ (রাঃ) থেকে খিযাব লাগানোর বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আনাস (রাঃ)-এর বিবরণে এই মর্মই নিতে হবে। অথবা যারা বলছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিযাব ব্যবহার করেননি তাদের কথার উদ্দেশ্য হবে খিযাব ব্যবহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল না। আর যা বলছেন যারা করেছেন তাদের কথার মর্ম হবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন এর বৈধতা বুঝাবার জন্য। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৪২০৬; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ৫৭২)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75177

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন